সংবাদ

তারিখ 11 MAR 2014
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

বকেয়া বিল আটকে দেয়ায়

সংকটে পড়তে যাচ্ছে পাঠ্যবই মুদ্রণ

• মুদ্রণ শিল্প মালিকদের হুমকি

রাকিব উদ্দিন

শুরুতেই সংকটে পড়তে যাচ্ছে আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই মুদ্রণ কার্যক্রম। দেশীয় মুদ্রাকরদের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বকেয়া বিল আটকে দেয়া হয়েছে। এরফলে ব্যাংক ঋণ শোধ করতে না পারায় আগামীতে সরকারের পাঠ্যবই না ছাপার হুমকি দিয়েছেন মুদ্রণশিল্প মালিকরা। এনসিটিবি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের দুর্নীতিবাজ ও বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় এ অবস্থা হয়েছে। তাদের হটাতে ইতোমধ্যেই আন্দোলন শুরু করেছে দেশের সব মুদ্রণ শিল্প মালিক।

এমনকি গত ১ জানুয়ারির আগে প্রায় ৩১ কোটি বই ছেপে সরবরাহ করায় শিক্ষামন্ত্রী দেশের মুদ্রণশিল্প মালিকদের অভিনন্দন জানাতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও বকেয়া পরিশোধ না করায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন মুদ্রণশিল্প মালিকরা। তাদের দাবি, শিক্ষামন্ত্রীর উচিত আগে মুদ্রাকরদের বকেয়া পরিশোধ করা। এরপর অভিনন্দন জানানো।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারের নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই মুদ্রণ ছাপা শেষ হলেও অনৈতিক সুবিধা বা কমিশন পেতে ব্যর্থ হয়ে তাদের বিল পরিশোধ করছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের দুর্নীতিবাজ আমলারা। মুদ্রাকরদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধালাভ •

পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যবই : মুদ্রণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ বিষয়ে নীরবতা পালন করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ দুর্নীতি আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিলসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছেন গত ১ মার্চ মতিঝিলের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ঘেরাও করে মুদ্রণ শিল্প মালিকরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এনসিটিবির তত্ত্বাবধানে পাঠ্যবই ছেপে থাকে। এবার এই সংস্থার অধীনে প্রাথমিক, প্রাক-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রায় ৩১ কোটি বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপা হয়েছে। এনসিটিবির নির্ধারিত সময়ে সব বই সরবরাহ করা মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ বিল ছাড় করেছে সংস্থাটি। বাকি বিল অর্থাৎ প্রায় ১০৫ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে।

আর আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপানো প্রাথমিক স্তরের বইয়ের বিল প্রদান করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। মুদ্রাকরদের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে এই স্তরের বিল ছাড় করতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে চিঠিও দিয়েছে এনসিটিবি। এরপরও বিল (প্রায় ৪০ কোটি টাকা) পরিশোধ করা হচ্ছে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অবসরে যাওয়ার আগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ সংবাদকে বলেন, '১০ শতাংশ বিল আটকে রাখা হয়েছে। বইয়ের গুণগত মান যাচাই করেই পুরো বিল পরিশোধ করা হবে।'

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর শফিকুর রহমান সংবাদকে বলেন, 'চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও আমরা দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে দিতে পেরেছি। এটাই বড় অর্জন। এরপরও মাধ্যমিকের বইয়ের গুণগত মান যাচাইবাছাই করেই আমরা অধিদফতরকে চিঠি দিয়েছি বিল ছাড় করার জন্য। এরপরও তা কেন আটকে রাখা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।'

এনসিটিবি ও মুদ্রণ শিল্প মালিকরা জানায়, এবার অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ পাইয়ে দিতে এনসিটিবির কিছু কর্মকর্তা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। তারা বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশনও পাচ্ছে। এবারও তারা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে অনৈতিক সুবিধা দিতে সক্রিয় তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। এদের সঙ্গে যোগসাজশ রেখে কোন কারণ ছাড়াই দেশীয় মুদ্রাকরদের গত বছরের বই মুদ্রণের বিল আটকে রেখেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের শীর্ষস্থানীয় দুই কর্মকর্তা। এনসিটিবি থেকে বিতর্কিত কর্মকর্তাদের সরাতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছেও একাধিকবার নালিশ করেছেন মুদ্রাকররা। কিন্তু কোন প্রতিকার হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক দরপত্রে পাঠ্যবই মুদ্রণ কমিটির আহ্বায়ক হলেন সংস্থার সদস্য (অর্থ) মো. নাসির ও সদস্য সচিব হলেন উৎপাদন নিয়ন্ত্রক (প্রাথমিক) কর্মকর্তা আবদুল মতিন। মুদ্রণশিল্প সমিতির সভাপতি ও প্রবীণ নেতা শহীদ সেরনিয়াবাত সংবাদকে বলেন, 'এনসিটিবির কিছু কর্মকর্তা দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে না, আমরা অবিলম্বে তাদের সেখান থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছি।' বকেয়া বিলের বিষয়ে তিনি বলেন, 'আশা করছি কিছুদিনের মধ্যে বিল পাওয়া যাবে।'

অভিযোগ উঠেছে, অনৈতিক পন্থায় বিদেশি কিছু প্রতিষ্ঠানকে কাজ ভাগিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এনসিটিবির একটি সিন্ডিকেট। অতীতে এ ধরনের কাজ করে কমিশন পেয়ে সংস্থাটির কয়েকজন কর্মকর্তা অঢেল সম্পদেরও মালিক হয়েছে। এসব বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাছাড়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুদ্রাকরদের বিল আটকে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের একাধিক কর্মকর্তারাও দায়ী বলে এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান।